রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৮ সনের ৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০১৮

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৩—৫৭
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০১—১৬৮
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫—২৮
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৭—১০৬
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, পেøগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-২
ফরম-ঘ
এল. এ কেস নম্বর : ১৯০(w)/১৯৬৬-১৯৬৭
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ : ১৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-২৫৮/১—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-বড়বগী, জে.এল নং ৪৪, সিট নং-২, উপজেলা-সাবেক আমতলী, হাল তালতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৫৮৭	০.১১
৫৮৮	০.০৩
৬২১	০.২৪
৬২৪	০.১০
৫৮০	০.০২
৫৮৬	০.৮৫
৫৮৯	০.০৬
৫৯০	০.০১
৬১৮	১.৪৫
৬১৯	০.০৯
৬২০	০.০৯

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৬৩৩	০.০২
৬৫১	০.০৪
৬৫২	০.০২
৬৩৫	০.১০
৮৯১	০.০২
মোট জমির পরিমাণ	৩.২৫ একর

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

ফরম নং "ঘ"

এল. এ কেস নম্বর : ২২৪(w)/১৯৬৭-১৯৬৮

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ : ১৯ অক্টোবর ২০১৭

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-২৫৮/১**—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-নীলগঞ্জ, জে.এল নং ৫৩, সিট নং-৪, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২১৪৬	০.০৫
২১৪৭	০.০৪
২১৪৮	০.০৭
২১৯১	০.০২
২১৯৩	০.৩৮
২১৯৪	০.২২
২১৯৫	০.২৩
২১৯৬	০.৪৮
২১৯৭	১.৫০
২১৯৮	০.৫২
২২০২	০.০৬
২২১০	০.৩৯
২২১৮	০.৩৭
২২২০	০.১০
২২৩০	০.৫৮
২২৩১	০.১৩
২২৪১	০.১৬
২১৬০	০.১৬
মোট জমির পরিমাণ	৫.৪৬ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

ফরম নং "ঘ"

এল. এ কেস নম্বর : ২৪১(w)/১৯৬৭-৬৮

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ : ১৯ অক্টোবর ২০১৭

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-২৫৮/১**—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-পূর্বচিলা, জে.এল নং ৫৭, সিট নং-৪, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৮৬৩	১.৫৮
১৮৬৫	০.১৩
১৮৬৬	০.০২
১৯০৭	০.৩১
১৯১০	১.৭৫
১৯১১	১.০৮
১৯২৫	০.১০
১৯২৬	০.৮৭
১৯২৭	০.০৬
১৯২৮	০.০৮
১৯২৯	১.২৩
১৯৩২	০.০২
১৯৩৩	০.১৫
১৯৩৪	০.১১
১৯৩৫	০.০১
১৯৩৭	০.২১
১৯৩৮	০.০৪
১৯৩৯	০.২১
১৯৪০	০.২৩

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৯৪১	০.০২
১৯৪২	০.০৪
১৯৪৩	০.২০
১৯৪৪	০.২২
১৯৪৫	০.৪১
১৯৪৬	০.৫৪
১৯৬৯	০.১৫
১৯৭১	০.১৬
১৯৭২	০.০৪
১৯৭৩	০.০৪
১৯৭৪	২.১৫
১৯৭৫	০.৪৭
১৯৭৮	০.০৮
১৯৮৬	০.৩৭
১৯৮৭	০.৮৬
১৯৮৮	০.৫৮
১৯৮৯	০.৩৩
১৯৯০	০.১৫
১৯৯২	০.২৫
২০০৬	০.০৭
২০০৭	০.০৬
২০০৮	০.১৭
২০০৯	০.০৭
২০১০	০.৫৪
২০১১	০.২৫
২০১২	০.১৮
২০২৮	০.০৪
২০২৯	০.০৭
২০৩০	০.১৮
২০৩১	০.১৬
২০৩২	০.০৯
২০৩৩	০.১১
২০৩৪	০.২২
২০৩৫	০.০৮
২০৩৭	০.১৮
২০৩৮	০.১৫
২০৩৯	০.০৫
২০৪২	০.০৪
২০৪৩	০.৩০
২০৪৪	০.২৪
২০৪৫	০.১০
২০৪৯	০.১৮
২০৫০	০.৩৬
২০৬০	০.১৪

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
২০৬১	০.৬০
২০৬২	০.৩৩
২০৬৩	০.৫৭
২০৬৪	০.০৪
২০৬৮	০.১৫
২০৭০	০.০৫
২০৭২	০.৩৪
২০৭৩	০.১৫
২০৭৪	০.১০
২০৭৫	০.০৭
২০৭৬	০.০৪
২০৭৮	১.৪৫
২০৭৯	০.০৮
২০৮১	০.০৩
মোট জমির পরিমাণ	**২৩.২৪ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

ফরম নং "ঘ"

এল. এ কেস নম্বর : ৩৭(w)/১৯৬৫-৬৬

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ : ১৯ অক্টোবর ২০১৭

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-২৫৮/১**—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-বরগুনা, জে.এল নং-৩০, সিট নং-২, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৯০১	০.০৬২৫
৯০২	০.০৪০০
৯০৭	০.০২০০
৯০৮	০.০৩২৫
৯০৯	০.২৭২৫
৯১০	০.০৪০০
৯১১	০.০৩০০
৯১২	০.০৭২৫

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৯১৩	০.০৪৫০
৯১৪	০.০৩০০
৯১৫	০.১২৫০
৯১৬	০.০৩৫০
৯২১	০.০২০০
৯২২	০.০৩৭৫
৯২৩	০.০১০০
১১১৬	০.০৪৭৫
১১১৮	০.০২৫০
১১৮৭	০.০৫৫০
মোট জমির পরিমাণ	১.০০০০ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

ফরম নং "ঘ"

এল. এ কেস নম্বর : ২৫০-(w)/১৯৬৭-৬৮

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ : ১৯ অক্টোবর ২০১৭

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯৩.১৭-২৫৮/১**—যেহেতু নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

মৌজা-পূর্বচিলা, জে.এল নং ৫৭, সিট নং-৩, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১২৪৯	০.২৯
১২৮৬	০.৬৪
১২৮৭	০.৩৮
১২৮৮	০.১৩
১২৯০	১.০৮
১২৯১	০.৫২
১২৯৪	০.৬৩
১২৯৫	০.১৭
১২৯৬	০.১৩
১২৯৭	০.০২
১২৯৮	০.৩৫
১২৯৯	০.৩০

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৩০৫	০.৭৫
১৩০৮	০.২৩
১৩১১	০.২৪
১৩১২	০.১২
১৩১৩	১.৫৪
১৫৩৭	০.১৩
১৩৫৪	০.০২
১৩৬৭	০.৩২
১৩৮০	০.১৯
১৩৮১	০.৪৯
১৩৮২	০.৭৫
১৩৮৫	০.৯৬
১৩৮৮	০.২৬
১৩৮৯	০.৩৫
১৩৯১	০.২৫
১৩৯২	০.১৮
১৩৯৩	০.২৩
১৩৯৬	০.৪৩
১৩৯৭	০.১৭
১৩৯৮	০.৫৪
১৩৯৯	০.২৯
১৪০০	০.৩৯
১৪০১	০.২৫
১৪০২	০.৬০
১৪০৩	০.৪০
১৪০৪	০.০২
১৪০৬	০.০৮
১৪০৮	০.০৪
১৪১৮	০.৬৯
১৪১৯	০.৯৩
১৪২৫	০.৪৮
১৪২৮	০.৮২
১৪৩০	০.১৭
১৪৩১	১.৮৫
১৪৩৩	০.৬২
১৪৩৭	০.২৪
১৪৩৮	১.১২
১৪৫৩	০.৫৫
১৪৫৪	০.৯০
১৪৫৯	০.০৬
১৪৬০	০.১৬
১৪৬৪	০.২৬
১৪৬৫	০.৮১
১৪৬৬	০.২২
১৪৬৭	০.৩০
১৪৬৮	০.০৭

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৪৬৯	০.০৬
১৪৭০	০.৫২
১৪৭১	০.১৬
১৪৭২	০.৩২
১৪৭৩	০.৯৪
১৪৭৪	০.৫৬
১৪৮৩	০.০১
১৪৮৭	০.১৭
১৪৮৮	০.২৫
১৪৮৯	০.০১
১৪৯৩	০.৫৩
১৪৯৪	০.৩২
১৪৯৫	০.০৫
১৪৯৭	০.০১
১৪৯৮	০.০৬
১৪৯৯	০.৪৩
১৫০০	০.১৪
১৫০১	১.২৯
১৫০২	০.১৬
১৫০৩	০.২৫
১৫০৪	০.৩০
১৫০৫	০.৫৮
১৫০৬	০.১৮
১৫০৮	০.০৮
১৫০৯	০.৩১
১৫১০	০.৮৬
১৫১২	০.৩৭
১৫২০	০.১৪
মোট জমির পরিমাণ	**৩৪.১৭ একর**

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৫ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৩.০৯০.১১.২৫১**—১৯৩৫ সনের বেঙ্গল সার্বে এন্ড সেটেলমেন্ট ম্যানুয়ালের ৩২১ বিধিমতে নিম্নোক্ত মৌজার গঠন ও নামকরণের প্রস্তাব নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হয়েছে।

ক্র.নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	প্রস্তাবিত মৌজার নাম	প্রস্তাবিত জে এল নং	এরিয়া (আনুমানিক)		মিস কেইস নং
					একর	বর্গমাইল	
১	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	ফুলবাড়ী	২১৭	৪৯৩.০০	০.৭৭	০১/২০১৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

অধিগ্রহণ-২

এল. এ কেস নং-৬৬/৬৭-৬৮

ফরম-'ঘ'

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১০৩.১৭-৩২৯**—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারা মোতাবেক ২১-১২-১৯৬৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-পাঙ্গাশিয়া, জে.এল নং-২৬, সিট নং-০২, উপজেলা-লালমোহন, জেলা-ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৫১০, ৫১১, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৮৮, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৯৮৩।	৪৫.২৩

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-১৮৯/৬৭-৬৮

ফরম-'ঘ'

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[৫(৭) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০৪-১৯৬৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-ফরাজগঞ্জ, জে.এল নং ২৩, সিট নং-০৩, উপজেলা-লালমোহন, জেলা-ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৬৪৫, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪।	৩.২৮

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-১১(W)/৭২-৭৩

ফরম-'ঘ'

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

নং **৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৩.০৯০.১১.২৫১**—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৮-৭-১৯৭৩ খ্রিঃ তারিখের এর আদেশ দ্বারার হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-মাঝগ্রাম, জে.এল নং ৫৬, সিট নং-০২, উপজেলা-মনপুরা, জেলা-ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ২০৫৫, ২০৫৬, ২০৮১, ২০৮২, ২০৮৩, ২০৮৪, ২০৮৫, ২০৮৬, ২০৮৭, ২০৮৮,	২৮.৪১
২০৮৯, ২০৯১, ২২৯৮, ২২৯৯, ২৩০১, ২৩০৬, ২৩০৭, ২৩০৮, ২৩০৯, ২৩১০, ২৩১১, ২৩১২, ২৩১৩, ২৩১৪, ২৩১৫, ২৩১৬, ২৩২১, ২৩২২, ২৩৪১, ২৩৪৪, ২৩৫৫, ২৩৪৮, ২৩৪৯, ২৩৫০, ২৩৫১, ২৩৫২, ২৩৫৩, ২৩৫৪, ২৩৫৫, ২৩৫৬, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ২৩৬০, ২৩৬৩, ২৩৬৪, ২৩৬৫, ২৩৬৬, ২৩৬৭, ২৩৬৮, ২৩৬৯, ২৩৭০, ২৩৭১, ২৩৭২, ২৩৭৩, ২৪২০, ২৪২১, ২৪২২, ২৪৪৪, ২৪৪৫, ২৪৪৬, ২৪৪৭, ২৪৪৮, ২৪৪৯, ২৪৫০, ২৪৫১, ২৪৫৪, ২৪৬৫, ২৪৬৬, ২৪৭০, ২৪৭১, ২৪৬৩/২৪৭৭, ২৩৫৬/২৪৭৮ ও ২২৯৮/২৪৭৬।	

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

এল. এ কেস নং-১৮(W)/৭০-৭১

ফরম-'ঘ'

(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

নং **৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৩.০৯০.১১.২৫১**—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০১-৭১ খ্রিঃ তারিখের এর আদেশ দ্বারার হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নতফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজা-হাসানগঞ্জ, জে.এল নং ৬৮, উপজেলা-লালমোহন, জেলা-ভোলা।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
০৬	১.৫০

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭/১০ পৌষ ১৪২৪

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৩৬.১১-৩৬৮**—যেহেতু জনাব মোঃ জর্জিস হোসেন (০০৫৪০৪), নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রনোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, দুদকে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে প্রকৃত সম্পদের হিসাব উল্লেখ না করা, কেরানীগঞ্জে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন অত্যন্ত নিম্নমানের রাস্তার কাজ করা এবং কোথাও কোথাও কাজ না করে একই রাস্তার একই কাজ বার বার দেখিয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করে নিজে দুর্নীতির মাধ্যমে প্রচুর অবৈধ সম্পদ অর্জনর করার এবং ভবিষ্যতে দুর্নীতি করবেন না মর্মে শপথপূর্বক স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১০-১১-২০০৮ তারিখে ৫৮৩নং চালানের মাধ্যমে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন; এবং

যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৩.০৭২.০১৭.০৪.০০.০০১.২০০৯-২৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে গমনকারী কর্মকর্তাদের নথিপত্র ও দলিলাদি আইন ও বিচার বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর তাদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হলে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে স্বপ্রণোদিত হয়ে যারা দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন ও উপার্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সমীচীন হবে বলে আইন ও বিচার বিভাগ মতামত প্রদান করে। একইভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১২-০৪-২০০৯ তারিখের সম (বিধি-৪)-শৃং:আ:৯/২০০৯-১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জানায় যে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনের মার্জনা প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে বা ইতঃপূর্বে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা অব্যাহত এবং নিষ্পত্তি করায় কোন বাধা নেই; এবং

যেহেতু জনাব মোঃ জর্জিস হোসেন-এর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে গত ১০-১০-২০১১ তারিখের ২০৬ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু গত ০৫-০১-২০১২ তারিখ তিনি অভিযোগ হতে অব্যাহতি চেয়ে জবাব প্রদান করেন এবং বিভাগীয় মামলায় ব্যক্তিগত শুনানীতে আগ্রহ প্রকাশের প্রেক্ষিতে ২৬-০১-২০১২ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানীর তারিখ নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলা চলমান অবস্থায় জনাব মোঃ জর্জিস হোসেন বিভাগীয় মামলার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে Write petition No-812 of 2012 বিষয়ে Lawyer's Certificate দাখিল করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তদপ্রেক্ষিতে চলমান বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রথমে ৩ (তিন) মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণ করায় বিভাগীয় মামলার কার্যক্রমে স্থগিত করা হয়। পরবর্তিতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার রিট পিটিশন নম্বর ৮১২/২০১২ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ণ শুনানীর পর একই বিষয়ে দায়েরী অন্যান্য রিট পিটিশনের সাথে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর-৮১২/২০১২ তে প্রদত্ত Rule গত ৩০-০১-২০১৪ তারিখ খারিজ করেন এবং প্রদত্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেন। অর্থাৎ এতে সরকার পক্ষে আদেশ হয়; এবং

যেহেতু জনাব মোঃ জর্জিস হোসেন এর দায়েরকৃত রীট মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রেরণের নিমিত্ত এ বিভাগের আইন ও সংস্থা অধিশাখাকে অনুরোধ করা হলে উক্ত অধিশাখা তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলতে কোন বাধা নাই মর্মে জানানো হয়। সে প্রেক্ষিতে বিভাগীয় মামলার পরবর্তী কার্যক্রমে গ্রহণে কোনরূপ স্থগিতাদেশ না থাকায় পূর্বে দাখিলকৃত জবাবের ধারাবাহিকতায় তিনি অতিরিক্ত জবাব (Supplementary reply) দাখিল করেন এবং গত ২৫-০৫-২০১৭ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করে গুরুদন্ড প্রদানের অনকূলে পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনের জনাব মোঃ জর্জিস হোসেন-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি ও ৩(ডি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বিধায় তিনি নির্দোষ মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ১৮-১০-২০১৭ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক "স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ অধ্যাদেশ ২০০৮" অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে এর আওতায় সংঘটিত সকল কার্যক্রম অবৈধ ও বাতিল বলে রায় প্রদান করা হয়; এবং

সেহেতু এক্ষণে, জনাব মোঃ জর্জিস হোসেন (০০৫৪০৪), নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-কে তার বিরুদ্ধে গত ১০-১০-২০১১ তারিখের ২০৬ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক নথিভুক্তির মধ্যমে নিস্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৪২.১১-৩৬৭**—যেহেতু জনাব আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ০০৫৪৩৪), নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রনোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে জয়দেবপুর হতে দেবগ্রাম-ভুলতা-নয়াপুর বাজার হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর পর্যন্ত (প্রগতি স্মারণী, ঢাকা সংযোগসহ) জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পে (ঢাকা-বাইপাস) বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ২টি গ্রুপের কাজে ৮,২০,২২৪/- টাকা অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অন্য প্রকৌশলীদের সাথে একত্রিত হয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে সরকারের ক্ষতিসাধন করার এবং ভবিষ্যতে দুর্নীতি করবেন না মর্মে শপথপূর্বক স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১-১২-২০০৮ তারিখের ০৮/৪৪ সংখ্যক চালানের মাধ্যমে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন; এবং

যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৩.০৭২.০১৭.০৪.০০.০০১.২০০৯-২৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে গমনকারী কর্মকর্তাদের নথিপত্র ও দলিলাদি আইন ও বিচার বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর তাদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হলে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে স্বপ্রণোদিত হয়ে যারা দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন ও উপার্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সমীচীন হবে বলে আইন ও বিচার বিভাগ মতামত প্রদান করে। একইভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১২-০৪-২০০৯ তারিখের সম (বিধি-৪)-শৃং:আ:৯/২০০৯-১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জানায় যে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনের মার্জনা প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে বা ইতঃপূর্বে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা অব্যাহত এবং নিষ্পত্তি করায় কোন বাধা নেই; এবং

যেহেতু জনাব আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান-এর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৩/২০১২ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু বিভাগীয় মামলা চলমান অবস্থায় জনাব আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান বিভাগীয় মামলার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নম্বর ৮১৪/২০১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তদপ্রেক্ষিতে চলমান বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রথমে ৩(তিন) মাসের জন্য স্থগিত করায় বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তিতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার রিট পিটিশন নম্বর ৮৪০/২০১২ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ণ শুনানীর পর একই বিষয়ে দায়েরী অন্যান্য রিট পিটিশনের সাথে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর-৮১৪/২০১২ তে প্রদত্ত Rule গত ৩০-০১-২০১৪ তারিখ খারিজ করেন এবং প্রদত্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেন। অর্থাৎ এতে সরকার পক্ষে আদেশ হয়; এবং

যেহেতু এ অবস্থায় জনাব আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে Civil Petition for Leave to Appeal No. 2948/2014 দায়ের করেন। পরবর্তীতে জনাব আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান এর পিটিশন প্রহ্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট গত ০৯-০১-২০১৭ তারিখ পিটিশন প্রহ্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন;

The Civil Petition for Leave to Appeal is dismissed as being not pressed; এবং

যেহেতু এ পরিস্থিতিতে জনাব আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান এর বিরুদ্ধে ইতঃপূর্বে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা ০৩/২০১২ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয় এবং তিনি গত ২২-০১-২০১৭ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ২২-০৩-২০১৭ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করে গুরুদণ্ড প্রদানের অনুকূলে পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এবং

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনের জনাব আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি ও ৩(ডি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বিধায় তিনি নির্দোষ মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ১৮-১০-২০১৭ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক "স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ অধ্যাদেশ ২০০৮" অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে এর আওতায় সংঘটিত সকল কার্যক্রম অবৈধ ও বাতিল বলে রায় প্রদান করা হয়; এবং

সেহেতু এক্ষণে, জনাব আবু সালেহ মোঃ নুরুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ০০৫৪৩৪), নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-কে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ০৩/২০১২ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক নথিভুক্তির মধ্যমে নিস্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৭ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫২.০০.০০০০.০০৬.১৮.০১৯.৮৭ (অংশ-১)-৩৯১**— যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উপর জিডি করিয়া অত্র কার্যালয়ের ১০-০৪-২০১৭ তারিখের ৫২.০০.০০০০.০০৬.১৮.০১৯.৮৭ (অংশ-১)-১০৩০ স্মারকমূলে একটি বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়' এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম কে অসদাচরণের দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা এবং তাহার জন্ম তারিখ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে চাকুরী গ্রহণকালে প্রদত্ত তারিখ অর্থাৎ ১২ অক্টোবর ১৯৬১ (বারো অক্টোবর উনিশ শত একষট্টি) বলবৎ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

এক্ষণে, সেহেতু ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(২) (বি) নং বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর ২ (দুই) টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ০২ (দুই) বছরের জন্য (২০১৮ সালের ও ২০১৯ সালের) স্থগিত রাখা হইল।

তাছাড়াও অতিসত্তর জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সার্ভিস বহিতে জন্ম তারিখ ১২ অক্টোবর ১৯৬১ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোঃ আবুল বাশার
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩৩.১৭-২৬৮**—যেহেতু, ডাঃ মুন্সী মনোয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক (সিসি), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, যশোর (মেডিকেল অফিসার, এমসিএইচ-এফপি, লোহাগড়া, নড়াইল এ কর্মকালীন) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতি (Corrupt)" এর অভিযোগে গত ০৪-০৪-২০১৭ খ্রি. ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১৪.২০১৭/১৮৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তাও জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২৯-১০-২০১৭ খ্রিঃ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপের সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য বেগম সাবিনা ইয়াসমিন, উপসচিব, নার্সিং শিক্ষা অধিশাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক গত ২১-১১-২০১৭ খ্রিঃ প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত নয় মর্মে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর প্রদত্ত জবাব, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসংগিক সকল বিষয় পর্যলোচনায় দেখা যায়, সাক্ষ্য-প্রমিাণে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মুন্সী মনোয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক (সিসি), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, যশোর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "দুর্নীতি (Corrupt)" এর অভিযোগে আনীত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যহতি প্রদান করা হ'ল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-৩ (শুল্ক)
অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৭ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৭৫.১৬-৯৩৭**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামে কর্মরত থাকাকালীন (বর্তমানে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেটে কর্মরত) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫-০৩-২০১৬ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০১১.০৯.০০১.১১-২৯৯ নং স্মারকের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের শেষ ৪ মাস অর্থাৎ মার্চ ২০১৬ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সাপ্তাহিক ছুটির ২ দিন শুক্রবার ও শনিবার নিজ নিজ স্টেশনে অবস্থানপূর্বক রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রমে কঠোর মনোনিবেশসহ দপ্তরের শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ, সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার উত্তম চর্চার বিষয়ে নিবিড় তদারকি করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত নির্দেশনা প্রদান সত্ত্বেও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে গত ০৫-০৬, ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ০৪-০৫ মার্চ ২০১৬ এবং ০১-০২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে (শুক্রবার ও শনিবার) আপনি কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন, যা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হয়েছে। মাঠ প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার এ ধরণের আচরণ অগ্রহণযোগ্য, অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী হওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৪.০৫-২০১৬ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০১১.০১.০২০.৯৪-৬২২ নং স্মারকের মাধ্যমে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কৈফিয়ত তলবের জবাব আপনি ০৫-০৬-২০১৬ তারিখে প্রদান করেন। প্রদত্ত জবাবে আপনি উল্লেখ করেছেন গত ০৫-০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে শারীরিক অসুস্থতারহেতু জরুরী চিকিৎসার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পত্র মারফত অবহিত করে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কোন কপি দাখিল করতে পারেননি। গত ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে কর্মস্থল ত্যাগের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে লিখিত অনুমতি পত্রটি ভুলবশত প্রেরণ করা হয়নি। গত ০৪-০৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়ার বিষয়ে কোন প্রমানাদি পাওয়া যায়নি। গত ০৩ এপ্রিল রবিবার রাজস্ব সভায় যোগদানের জন্য ৩১ শে মার্চ অফিস ছুটির পর ঢাকায় আসেন মর্মে উল্লেখ করেন যা যুক্তিসংগত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আচরণ সরকারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে ২৫-০১-২০১৭ তারিখের স্মারক নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৭৫.১৬.৮৪ এর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা চালু করে অভিযুক্তের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হয়। অতঃপর তিনি যথারীতি জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থণা করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, কমিশনার, কাস্টমস এন্ড বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামে কর্মরত থাকাকালীন (বর্তমানে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেটে কর্মরত) এর নিকট হতে প্রাপ্ত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে এ ধরনের আচরনের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, আপনি জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, কমিশনার, কাস্টমস এন্ড বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামে কর্মরত থাকাকালীন (বর্তমানে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেটে কর্মরত)-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। একই সাথে কমিশনারেট পর্যায়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে নেতৃত্বসুলভ বৈশিষ্ট এবং এর অধিকতর বিকাশ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

নং **০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৮৬.১৬-৯৩৮**—যেহেতু, আপনি জনাব মোহাম্মদ আহসানুল হক, কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুরকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৫-০৩-২০১৬ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০১১.০৯.০০১.১১-২৯৯ নং স্মারকের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের শেষ ৪ মাস অর্থাৎ মার্চ ২০১৬ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সাপ্তাহিক ছুটির ২ দিন শুক্রবার ও শনিবার নিজ নিজ স্টেশনে অবস্থানপূর্বক রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রমে কঠোর মনোনিবেশসহ দপ্তরের শৃংখলা নিশ্চিতকরণ, সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার উত্তম চর্চার বিষয়ে নিবিড় তদারকি করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত নির্দেশনা প্রদান সত্ত্বেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে গত ১০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ আপনি কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন, যা কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হয়েছে। মাঠ প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার এ ধরণের আচরণ অগ্রহণযোগ্য, অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী হওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১২ জুলাই, ২০১৬ তারিখের ০৮.০১.০০০০. ০১১.০৮.০০১.১৬-৯৪২ নং স্মারকের মাধ্যমে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কৈফিয়ত তলবের জবাব আপনি ২৪-০৭-২০১৬ তারিখে প্রদান করেন। আপনার উক্ত জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে এ বিভাগের ০৬-০২-২০১৭ তারিখের স্মারক নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৮৬.১৬.১০৯ এর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা চালু করে অভিযুক্তের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হয়। অতঃপর তিনি যথারীতি জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থণা করেন;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আহসানুল হক, কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর এর নিকট হতে প্রাপ্ত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে তাঁর অনুতপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আহসানুল হক, কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। একই সাথে কমিশনারেট পর্যায়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে নেতৃত্বসুলভ বৈশিষ্ট্য এবং এর অধিকতর বিকাশ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং আর-৬/১এম-২১/২০১৭-৩৭২—সরকার জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৯০৮ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের ৫(১) ধারা অনুসারে লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধিক্ষেত্র নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করল :

ক্রমিক নং	চন্দ্রগঞ্জ সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অধিক্ষেত্রভুক্ত ইউনিয়নসমূহ
১।	৭ নং বশিকপুর
২।	৮ নং দত্তপাড়া
৩।	৯ নং উত্তর জয়পুর
৪।	১০ নং চন্দ্রগঞ্জ
৫।	১১ নং হাজিরপাড়া
৬।	১২ নং চরশাহী
৭।	১৩ নং দিঘলী
৮।	১৪ নং মান্দারী এবং
৯।	১৮ নং কুশাখালী

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হুসাইন মুহাম্মদ ফজলুল বারী
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বিচার শাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১২ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ১০২৬/বিচার-৩/১ডি-০৯/২০১৬—যেহেতু, চট্টগ্রামের সাবেক অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে বরগুনার যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ জনাব নূরুল আলম মোহাম্মদ নিপু এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০৯/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব নূরুল আলম মোহাম্মদ নিপু এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৯/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলায় তাঁর দাখিলী জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীকালে গৃহীত জবানবন্দি সন্তোষজনক হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে-অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ কামনা করলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সরকারের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে চট্টগ্রামের সাবেক অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে বরগুনার যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ জনাব নূরুল আলম মোহাম্মদ নিপু-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৯/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ১০২৭/বিচার-৩/১ডি-০২/২০১৬—যেহেতু, কক্সবাজারের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা (জেলা ও দায়রা জজ) জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম তালুকদার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০২/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম তালুকদার এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০২/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে-অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ কামনা করলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সরকারের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে কক্সবাজারের সাবেক জেলা ও দায়রা জজ বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত কর্মকর্তা (জেলা ও দায়রা জজ) জনাব মোঃ সাদিকুল ইসলাম তালুকদার-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০২/২০১৬ নং বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ২৭ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-১২৩/৮২(অংশ-১)-১০৩০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পিতা-মোঃ আবুল হাশেম, মাতা-মোছাঃ সখিনা বেগম, গ্রাম-মাকড়াইল, ডাকঘর-সুসং, উপজেলা-দূর্গাপুর, জেলা-নেত্রকোনা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার ০২ নং দূর্গাপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩-১১১২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, পিতা-মোঃ শাহজাহান, মাতা-জান্নাতুল ফেরদাউস, গ্রাম-গোপালপুর, ডাকঘর-মুন্নুনগর, উপজেলা-টঙ্গী, জেলা-গাজীপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৪৪ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-৭৬/০৩-১১৩৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আবু নাছের আনছারী, পিতা-মৃত আজগার আলী, মাতা-মোছাঃ নজিরন নেছা, গ্রাম-বড়াবাড়ী, ডাকঘর-আদিতমারী, উপজেলা-আদিতমারী, জেলা-লালমনিরহাট। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার ০৬ নং ভাদাই ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বস্ত্র-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৭ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৪.০০.০০০০.১১৫.২৮.০০১.১৭-৪৬৬—জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের ১৪-০৭-২০১৬ তারিখের স্মারক নং ০৫.১৬০.০২৮.০০.০০.০১০.২০১৪-১১০ ও ১১১, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-৭ এর ০৭-০৩-২০১৭ তারিখের স্মারক নং ০৭.১৫৭.০১৫.০৭.০১.০৫.২০১৬-২৩, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ২৬-০৭-২০১৭ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০০০.১৬৪.২৪.০২৭.২০১৭-৩৭ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ০২-১০-২০১৭ তারিখের স্মারক নং ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৫.১৭-৫৪৯ মোতাবেক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র পরিদপ্তরকে বস্ত্র অধিদপ্তর-এ উন্নীত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাদিয়া শারমিন
উপসচিব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ প্রশাসন শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৫১.০২১.০১৮.০০.০০.০০২.২০১১-৩৪৩—দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোসহ) কর্মকর্তাগণের চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(৩) পরিচালক (প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (মহাপরিচালকের প্রতিনিধি)

সদস্য-সচিব

(৪) উপসচিব (ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি :

কমিটি অনতিবিলম্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোসহ) যে সমস্ত কর্মকর্তাগণের চাকরি এখনও স্থায়ী করা হয়নি, তাদের চাকরি বৃত্তান্ত পরীক্ষান্তে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-এর নিকট চাকরি স্থায়ীকরণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবেন।

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০২১.০১৮.০০.০০.০০২.২০১১-৫৬৫(৫) সংখ্যক অফিস আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল ইসলাম
সহকারী সচিব (ত্রাণ প্রশাসন)।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪২৪/২৬ ডিসেম্বর ২০১৭

নং ২৫.০০.০০০০.০১৯.০৩.০২.৯৭(অংশ)/৮১৩—খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৬১, ই,পি অর্ডিন্যান্স ২/৬১ (১৯৬৪ খ্রিঃ সনের ৮ নং আইনের মাধ্যমে সংশোধিত) এর ৪ নং ধারার ১ নং উপ-ধারার "আই" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই) জনকে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড সদস্য হিসেবে পুনরায় ০৬ (ছয়) মাসের জন্য নিয়োগ প্রদান করলেন :

(ক) জনাব শেখ আকরাম হোসেন, পিতা-মরহুম শেখ মাহতাব উদ্দিন, শিরোমনি, খানজাহান আলী, খুলনা;

(খ) জনাব এস.এম মোজাফফর রশিদী রেজা, পিতা-মরহুম শেখ মোকবুল আহম্মেদ, ৫০ টুটপাড়া ইস্ট লিংক রোড, খুলনা।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কর্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১৩ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৭ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১৩.১৭-২৬৩—১৯৫৫ সনের প্রজস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে.এল.নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কুর্শাকাঙ্গরপাড়া	০৬	জামালপুর সদর	জামালপুর
২	মানিকাবাড়ী	১০৬	জামালপুর সদর	জামালপুর
৩	পিঙ্গলহাটী	১৬৬	জামালপুর সদর	জামালপুর
৪	কানিল	১৯৬	জামালপুর সদর	জামালপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৪.০৪০.১২(অংশ-১)-২৬৪—১৮৭৫ সনের জরিপ আইনের (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হলো।

ক্রঃ নং	মৌজার নাম	জে.এল.নং	উপজেলা	জেলা
১	হাটবাড়িয়া (বড়)	১২	বটিয়াঘাটা	খুলনা
২	হাঁতালবুনিয়া	১৬	বটিয়াঘাটা	খুলনা

নং ৩১.০০.০০০০.৩৬.০৪৯.০০২.১৫-২৬৫—১৯৫৫ সনের প্রজস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে.এল.নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	করিমপুর	৫৮	নরসিংদী সদর	নরসিংদী
২	চর পলাশ	১১১	পলাশ	নরসিংদী
৩	পার আলী নগর	১২৫	পলাশ	নরসিংদী
৪	পাকড়াগঞ্জ	১৩০	পলাশ	নরসিংদী
৫	দক্ষিণ ধলঘাটা	৩২	মহেশখালী	কক্সবাজার
৬	সমুদ্র বিজয়	৩৩	মহেশখালী	কক্সবাজার
৭	বিজয় একাত্তর	৩৪	মহেশখালী	কক্সবাজার
৮	দক্ষিণ কুতুবজোম	৩৫	মহেশখালী	কক্সবাজার
৯	সমুদ্র বিলাস	৩৬	মহেশখালী	কক্সবাজার
১০	পানদ্বীপ	৩৮	মহেশখালী	কক্সবাজার
১১	চর মোহনা	৩৯	মহেশখালী	কক্সবাজার

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৯.১৭-২৬৬—১৯৫৫ সনের প্রজস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	মৌজার নাম	জে.এল.নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	আসরা	১৪১	দেবিদ্বার	কুমিল্লা
২	মক্রবপুর	৬৭	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
৩	হেশাখাল	৭৩	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
৪	বড় চাটিতলা	১৫৩	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
৫	দক্ষিণ লক্ষীপুর	১৭৫	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
৬	বায়রা	১৭৮	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
৭	চিয়ড়া	১৮৮	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা
৮	দক্ষিণ সাতবাড়িয়া	২৬৬	লাকসাম	কুমিল্লা
৯	কালীয়াচৌ	২৯২	লাকসাম	কুমিল্লা
১০	কৃষ্ণপুর	৩২০	লাকসাম	কুমিল্লা
১১	মামিসার	৩৩১	লাকসাম	কুমিল্লা
১২	শাকতলা	৪১৬	লাকসাম	কুমিল্লা
১৩	কাঁচি	৪৪৬	লাকসাম	কুমিল্লা
১৪	কনকশ্রী	১৭৩	লাকসাম	কুমিল্লা
১৫	বড় ইছাপুর	২৬৮	লাকসাম	কুমিল্লা
১৬	পূর্ব বাতাসবাড়ীয়া	৩২৫	লাকসাম	কুমিল্লা
১৭	লক্ষ্মণপুর	৩৫০	লাকসাম	কুমিল্লা
১৮	সরসপুর	৪৩৮	লাকসাম	কুমিল্লা
১৯	ভাউপুর	৪৩৯	লাকসাম	কুমিল্লা
২০	ঘোষতলা	৩৩৯	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
২১	চিয়ড়া	৩৪০	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
২২	জিনিদকরা	৩৪৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা

ক্রঃ নং	মৌজার নাম	জে.এল.নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
২৩	নারায়নকরা	৩৪৫	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
২৪	সোনাপুর	৩৪৭	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
২৫	সোনাপুর কিসমত	৩৪৮	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
২৬	খিল্লাপাড়া	৩৫৪	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
২৭	উত্তর বেতিয়ারা	৩৫৮	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
২৮	দক্ষিণ বেতিয়ারা	৩৬২	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
২৯	সাহেব নগর	৩৬৮	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩০	বান্দেরজলা	৩৭০	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩১	বাকগ্রাম	৩৭২	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩২	মনিপুর	৩৭৪	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩৩	জঙ্গলপুর	৩৭৫	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩৪	নারায়নকরী	৩৭৬	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩৫	ধোপাখিল	৩৭৯	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩৬	কুলাসার	৩৮১	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩৭	পশ্চিম লক্ষ্মীপুর	৩৮৭	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩৮	ভাজনকরা	৩৯০	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৩৯	সোনাইচা	৩৯৩	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৪০	দত্তসার	৩৯৭	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা
৪১	উত্তর কৃষ্ণপুর	৩৯	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৪২	সাহাবর্দ্দি	৭৬	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৪৩	মটপী	৮২	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৪৪	চান্দ নাগের চর	৮৫	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৪৫	নওয়াগাঁও	১০৯	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৪৬	গোপ চর	১১০	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৪৭	সুন্দলপুর	১৬২	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৪৮	দৌলতদি	১৭৮	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৪৯	জামালকান্দি	১৯৪	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৫০	বাজারখোলা	২০৪	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৫১	শ্রীরায়ের চর	২০৫	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৫২	তুলাতুলী	২১৩	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৫৩	দৌলতপুর	২২৫	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৫৪	ভরণপাড়া	২৪০	দাউদকান্দি	কুমিল্লা
৫৫	পশ্চিম পাইকপাড়া	৬৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৫৬	সাতবর্গ	১৭০	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৫৭	নাছিরনগর	৪৮	নাছিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৫৮	জেঠাগ্রাম	৭০	নাছিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৫৯	ফান্দাউক	৭৫	নাছিরনগর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ পৌষ ১৪২৪/২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

নং ৫৪.০০.০০০০.০৪০.১৮.০৪৭.১৬-৫৬—অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক জারীকৃত চাকরি (বেতন ও ভাতাদি আদেশ), ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৭(২) এবং ২১-০৯-২০১৬ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০২.১৬(অংশ-১)-২৩২ নং পরিপত্র অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের (নন ক্যাডার) চিকিৎসা বিভাগের ১ জন কর্মকর্তাকে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	উচ্চতর গ্রেড (৬ষ্ঠ গ্রেড) যে তারিখ হতে প্রাপ্য হবেন
১	ডাঃ মোঃ আইয়ুবুর রহমান খান সহকারী সার্জন, ময়মনসিংহ।	০১-০৭-২০১৫

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস এম শফিক
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত হইবে]

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.০৬.১৮১.১৭-৬৩৫—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন, সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩ সনের ২৯ নং আইন ও ১ নং আইন) এর ধারা ৪ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন-কে ১৮(৪) ধারার বাধ্যবাধকতা হতে নির্দেশক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

<u>শর্তাবলি</u> :

(ক) ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মূলে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন এর ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ আগামী ০৫-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হইতে পরবর্তী আরও ০১(এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হলো; এবং

(খ) বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটি বর্ধিত মেয়াদকালের মধ্যে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এ বর্ণিত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নুরুন নাহার
উপসচিব।